প্রেমের কবিতা

মন্দাক্রান্তা সেন

ইউনিসন এম্পায়ার পাবলিকেশনস

তুমি কি সাঁতার জানো

জিন্স পরা ছেড়ে দিতে পারি
তুমি যদি বলো; অন্য নারী
হয়ে যাব অতি অনায়াসে।
যে মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে
তার ছোটো চুল, বিনা তেলে
(তুমি যেন কাকে বলেছিলে)
—সে কখন হতেই পারে না!
বেশ; হব নিজের অচেনা
কাল থেকে, তুমি বলো যদি
তোমার পায়ের কাছে নদী
খুলে রাখবে নীল ধনেখালি,
আমার সমস্ত পুরুষালি
মুদ্রাদোষ ওড়াব হাওয়ায়।
জিন্স পরা ছেড়ে দেওয়া যায়
সহজেই; নদী হতে পেলে...
সাঁতার জানো তো তুমি, ছেলে?

ধূসর পাঞ্জাবি

ধূসর পাঞ্জাবি মেঘলা পাঞ্জাবি তোমার পাঞ্জাবি
মেঘ নামায়
এখনই রোদ ছিল, লজ্জাবোধ ছিল, হঠাৎ ঝড় এল
আকাঙ্ক্ষায়

কৃষ্ণচূড়া গাছে বৃষ্টি নেমেছিল, উষ্ণজমি থেকে
তীব্র ভাপ
আমার বুকে এল, তোমার মুখে এল, গভীর সুখে এল
প্রবল কাঁপ

ধূসর পাঞ্জাবি মেঘলা পাঞ্জাবি তোমার পাঞ্জাবি
বোতামহীন
হঠাৎ কী যে হল আকাশ নীচে এল অথৈ ভিজে গেল
বর্ষাদিন।

একটি অসম পরকীয়া

কথা বলো মা-বাবার সাথে
আমার আপত্তি নেই তাতে
আমাদের কথা পরে হবে।
সবকিছু দারুণ সংযমী
গোপনে যে দুঃসাহসী তুমি
একথা জেনেছি যেন কবে?

মা তোমাকে পছন্দই করে
বাবাও ভাইয়ের মতো ধরে
কিন্তু তুমি বন্ধু তো আমারই
কাকিমা এল না কেন, সোনা?

ওকে যেন কখনও বোলো না
আমি ভালো চুমু খেতে পারি!
সদর দরজা খুলে দিতে
একসঙ্গে নামব সিঁড়িতে
সে-মুহূর্তে আমরা পাগল,
ঝোড়ো শ্বাস, সিঁড়ির আড়ালে

অতর্কিতে বিছে কামড়ালে
রক্তময় জ্বালা অনর্গল

ধরে যাবে; ধরবে ধরুক
তোমার বুকের মধ্যে মুখ
ধরে যায় কেমন সহজে—
কাকিমা, মিতালি, ভালো আছে?
ওরা কি তোমার কাছে কাছে
আসে, দ্যাখে, কোনো দাগ খোঁজে?

কাল যাব তোমার অফিসে
ঠিক ঠিক চারটে পঁচিশে
তারপর ভুল দিগ্বিদিক...
শহিদমিনারে উঠে গিয়ে
বলে দেব আকাশ ফাটিয়ে
ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক।

এবার শ্রাবণে

এবার শ্রাবণে তুমি পাহাড়ে গেছিলে
পাহাড়ের বৃষ্টি বুঝি আলাদারকম?
মেঘেদের ভুলে-যাওয়া অসুখ কি কম,
কথা দিয়ে কথা রাখে, টাইগার হিলে?

শহরেও বর্ষা ছিল; সে তো যথারীতি
ঘুরেছিল একা একা, সারাপায়ে কাদা
পুরোনো অভ্যাস তার মিছিমিছি কাঁদা
আকাশে গভীর মন-খারাপের তিথি
তুমি কি পাহাড়ে উঠে বৃষ্টিভেজা চুলে
এলোমেলো হতে খুব? যুবতী মেঘেরা
তোমাকে শরীর দিত স্বেদবাষ্পে ঘেরা,
ঝরে যেত, তুমি শুধু একটুখানি ছুঁলে?

এ শহরে কোনো মেঘ অলিতে গলিতে
খুঁজেছিল চেনামুখ নিঠুর ছেলের
সে তো কথা দিয়েছিল?... শেষ বিকেলের
বৃষ্টি একা ফিরে গেল শহরতলিতে।

রূপকথা

আদিগন্ত রাজ্যপাট তোমাকে দেখেছি ছেড়ে যেতে
যখন কোপাচ্ছ মাটি এক চিলতে বেড়াঘেরা খেতে

তোমাকে দেখেছি আমি দূর থেকে, বাঁধের ওপরে
দাঁড়িয়েছি কতদিন, নদীর রঙের শাড়ি পরে

আমি জানি তুমি সেই রাজকুমার, আড়াল-বিলাসী
কোথায় তোমার বীজ, কী শস্য বুনেছ খেতে, চাষি?

জলের খোঁজে কি তুমি তাকালে এদিকে মুখ তুলে
নদীকে কাঁপাল ঢেউ, নদীও তো গিয়েছিল ভুলে

কবে সে এসেছে ফেলে প্রাসাদে সোনার জল-ঝারি
তুমি কি চিনেছ ঠিক? আমি সেই রাজার কুমারী...

যখন, কেবলমাত্র তুমি

আমি কারও চোখ দেখলে বলে দিতে পারি
তার সঙ্গে প্রেম হবে কি না
আমার কখনও
রাস্তাঘাটে ট্রামেবাসে বন্ধুর বাড়িতে
মাঝেমধ্যে চোখ গিঁথে যায়
অরক্ষিত মুখে

আমি জানি তাদের মধ্যেই কোনোজন
আমাকে ভাসান দিয়ে যাবে
লোনা সর্বনাশে
অনিবার্য দুপুরের মাটি ভেদ করে
উঠে আসবে ঘামে ভেজা পিঠ,
কোনো একদিন

এসব এখনই আমি বলে দিতে পারি
যখন, কেবলমাত্র তুমি
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে...

সিঁড়িতে রোদের দাগ

সিঁড়িতে রোদের দাগ, সেই দাগে লুকোনো পা ফেলে
শহরের প্রান্ত থেকে ফসলের গন্ধ নিয়ে এলে

দ্বিতলে, কোণের ঘরে, দেওয়ালের পলেস্তারা খসা
ধুলো ও জীবাণু নিয়ে অসুখের সঙ্গে ওঠাবসা

এখানে নিয়ত; তুমি এ ঠিকানা কোথা থেকে পেলে!
এসেছ আমার ঘরে সিঁড়িতে রোদের দাগ ফেলে

কে তুমি, দু-চোখে কোন ঋতু?

বিদেশ

দাঁড়া, ছিঁড়ে যাবার আগেই
মুখস্থ করে নি' তোর ঠোঁট
ঠোঁটের ওপারে তৃণভূমি

সীমারেখা: ঈষৎ ভঙ্গুর

গভীরতা: বিপদ-জনক

উষ্ণতা: অসহনীয়, ভালো

বৃষ্টিপাত: অঢেল অঢেল

আর, এই ভরা চৈত্রদিনে
ঠোঁটের ঈশান কোণ থেকে
ঝড় আসে।
সীমান্তে পা ফেলে দাঁড়িয়েছি
আমাদের ঠোঁটের ভেতরে
গজিয়ে উঠেছে কাঁটাতার।

আজ যদি খুব ইচ্ছে করে
তোর ঠোঁটে যেতে, মনে হয়
অনেক বছর লেগে যাবে।

তবু বল, মনে করে বল,
ঠোঁট বিভাগের পর থেকে
কী এমন বদলে গিয়েছিল
চুমু ছাড়া...

সুজনেষু

আমাকে বলো ছেলে কোথায় খুঁজে পেলে তাকে
তোমার এলোমেলো জীবনে কবে এল প্রেম!
কেমন সেই মেয়ে তোমার পথ চেয়ে যার
প্রহর কেটে যায় নত অপেক্ষায় ভিজে?

আমাকে বলো ছেলে কেমন সে বিকেলে তার
চোখের তরণীতে নোঙর তুলে নিতে জল
তোমাকে ডেকেছিল, জোয়ার এসেছিল ঝেঁপে?
কেমন সে ভাসান কেমন খরশান স্রোত—

দেখেছ জলে নেমে, জলের মতো প্রেমে ভেসে?
এ জলে তরী বাওয়া ভাসা ও ভেসে যাওয়া ভালো
নৌকাডুবি ভালো এবং খুবই ভালো ডুবে
মরণ ছুঁয়ে দেখা, যা তুমি একা একা নিজে

কখনো পারতে না, অথচ এও কে না জানে
মরণ স্বর্গীয় মরণ বড়ো প্রিয় সুখ...

স্বপ্ন

আমাকে মার্জনা কোরো ওগো ভালো ছেলে, আমি
স্বপ্নে কাল দেখেছি তোমাকে।
দেখলাম দাঁড়িয়ে আছ এলোমেলো চাদর জড়িয়ে।
অথচ তোমার গায়ে জামা নেই। পরিপূর্ণ গ্রীবা।
বাঁ কাঁধে তখনও রাত্রি,
অনাবৃত ডান কাঁধ পৃথিবীতে সকাল করেছে।

এত আলো ওই কাঁধে, গ্রীবাপার্শ্বে, ঝলসে যাচ্ছে চোখ,
তবু, ওগো ছেলে, আমি স্বপ্নে চোখ বুজিনি একবারও...
আমাকে মার্জনা কোরো হে পবিত্র ছেলে, আমি
স্বপ্নে কাল জেগেছি ভীষণ।

এমন জাগর, যেন ঘুম ভেঙে ছিটকে উঠছে লাভা,
ফেটে ফেটে উঠল চোখ আমার ঘুমন্ত সারা গায়ে।
আকাঙ্ক্ষা যত না তীব্র,
তারও চেয়ে সাঙ্ঘাতিক পূর্ণতায় উপচে উঠল রূপ।

তোমার চাদর খসল। কী সুঠাম দীর্ঘতম আলো

বিঁধে গেল, গিঁথে গেল আমার বিপুল অন্ধকারে...
আমাকে মার্জনা কোরো এ সমস্ত সত্যি নয় বলে।
তুমি স্বপ্নে এসেছিলে।
এর বেশি অন্যায় করনি।

অপয়া

ভালোবাসি,—এই শব্দ উচ্চারণে পাপ লেগে থাকে,
ওই কথা তোমাকে বলব না।
বরং তোমার চোখে দু-হাত ঢুকিয়ে দিয়ে
তুলে আনব গভীর অসুখ,

সেই তীব্র স্পর্শ লেগে চোখের পাথর ফেটে যাবে,
চোখের ভিতর থেকে ঝমঝমিয়ে বেজে উঠবে
জন্ম জন্ম ঘুমন্ত ঝর্নারা।

ঘুম ভেঙে উঠে তারা পাগল পাগল করবে—
: ওগো এসো, স্নান নিয়ে যাও...
আমি যে কী করে ওই জলে নামব, এতদিন পর...
সর্ব অঙ্গে পাপ লেগে আছে।

তবুও আকাঙ্ক্ষা হয়ে টানে স্রোত। সহসা ঝাঁপাই।
এক জন্ম ডুব দিয়ে মাথা তুলে দেখি—হা ঈশ্বর!
দ্রবীভূত হয়ে গেছে এ শরীর তোমার শরীরে।
সে শরীর এত স্বচ্ছ, তলদেশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মন,

তবু ঠোঁট কামড়ে থাকছি,
কিছুতেই মুখ ফুটে তোমাকে ও-কথাটি বলছি না।

পথ

তোমার চোখের মধ্যে দীর্ঘ একটি পথ থেমে আছে।
এতদিন দেখতে পাইনি, আজ যেই দৃষ্টি ফিরিয়েছ
চোখে পড়ল সেই পথ। মাঝেমধ্যে কষ্ট-পাওয়া বাঁক।
পথের দু-পাশে মাঠ। শস্যখেত। থেমে আছে তাও।
কবে থেকে, সেও যেন তোমার তেমন মনে নেই।
চোখের ভিতরে শুধু জনহীন পথ পড়ে আছে।
অন্যদিকে, কোনো এক যোজনা বিস্তৃত জলাভূমি।
সেখানে, এমনকি, পথও, অতি দুরাশার মতো লাগে।
কাঁটাঝোপ, নোনাবালি, কোথাও একটুও ছায়া নেই
এসব পেরিয়ে হাঁটছে কে একজন, তুমি তাকে চেনো?
সে যদি কখনো পথ না-ই খুঁজে পায়, তাকে তুমি
বলবে না, তোমার চোখে একটি পথ অপেক্ষায় আছে?

অর্জুন কৃষ্ণচূড়া কথা

অর্জুনগাছ একা ছিল ওই মাঠে
আর্যপুরুষ—আভিজাত্যের দম্ভ
নতজানু হল সব গাছ তার কাছে
এইটুকু শুধু কাহিনির শুভারম্ভ ।।

কোথা থেকে এল কৃষ্ণচূড়ার বীজ
যুবতি হল সে কয়েকবছর পরে
সাঁওতালি মেয়ে, খোঁপায় তীব্র লাল
অর্জুন তাকে চাইল আপন করে ।।

নতজানু হবে এমন মেয়ে সে নয়,
বসন্তে সে তো একাই নিজেই সাজে,
আর্যপুরুষে আসক্তি নেই তার
ব্যস্ত আছে সে ফুল ফোটানোর কাজে ।।

খোঁপা থেকে খসে গতরাত্রির ফুল
ঝিরঝিরে পাতা পোশাক বুনেছে তার
অর্জুন, সে যে আর্যপুরুষ! ভাবে—

সব সুন্দরে একা তার অধিকার ।।

অর্জুনগাছ চেয়ে দ্যাখে দূর থেকে
কৃষ্ণচূড়ার হৃদয় ঝরছে রোজ,
রূপ দেখে তার ধাঁধায় দু-খানি চোখ
ভাবে, কবে পাবে ওই হৃদয়ের খোঁজ ।।

কাহিনি এবার শেষ করি তাড়াতাড়ি
কৃষ্ণচূড়ার জেদখানি বড়ো বেশি—
অভিমান সেও বিকাবে না কারও কাছে
বরঞ্চ হবে বন্ধু, বা, প্রতিবেশী ।।

যদিও কাহিনি এমন সহজ নয়
অর্জুনে শুধু বাকল ঝরেছে, ঝরে
সাঁওতালি মেয়ে রক্ত ঝরাতে জানে—
আর্যপুরুষ হার মানে অন্তরে ।।

পরের জন্মে অর্জুনগাছ হয়ে
কৃষ্ণচূড়াকে বন্ধুর মতো দেখো—
আমাকে চিনতে ভুল কোরো না হে ঋজু,
রক্ত ঝরালে বাকল খসিয়ে ডেকো ।।

ঘরপোড়া

জানেন! আমি না, সেই বছর উনিশে
দেখেছি সিঁদুর-রাঙা মেঘ
আহা রে বাছুর! ঘরও পুড়েছিল শেষে,
কী সহজ জ্বালানি আবেগ!
পাতার কুটির গড়ে, লাউয়ের লতায়
ভেবেছিল ঘর যাবে ছেয়ে;
বসন্তে আগুন দিয়ে ঝরানো পাতায়
পোড়া ছাই অঙ্গে মেখে মেয়ে
বাইশে বিবাগী হল, সেই দিন থেকে
গলে গেছে দু-চোখের মণি
জানি না, ও পোড়াচোখে তাকিয়েছে কে কে
(তুমিও তো সেভাবে দেখোনি)
যেভাবে দেখেছি আমি! দগ্ধ দু-কোটরে
আজও এত দৃষ্টি ছিল বাকি!
সিঁদুরে গোধূলি নয়, অন্ধকার করে
নীল মেঘে বৃষ্টি এল নাকি?
বৃষ্টি বুঝি বন্যা দেবে, তাকে ভাসাবার—

ভেবেছে সে, ঘরপোড়া নারী...
আমার প্রথম গল্প শেষ। এইবার
আপনাকে কি ভালোবাসতে পারি?

রজনী

রজনীর এমনই কপাল
যে পুরুষ তার ভালো লাগে
তাদের সবাই বিবাহিত।

মাসি তাকে বলেছিল কাল
মন যদি ঘুম থেকে জাগে
চোখ তুলে চাওয়াই বিহিত।

চোখ তুলে কী হবে, মাসিমা
শাড়ি মেলা ওদের বাগানে
সে বাগানে খেলা তো গর্হিত!

চাঁদে তবু অতিথি পূর্ণিমা।
ছাদে উঠে গেল, বোবাটানে,
গেল মেয়ে, জ্যোছোনামোহিত

ঝাঁপ দিবি, রজনী, দিবি তো?

শপথ: দু-হাজার

হাজার বছর আগে অন্য ছিল সভ্যতার মানে
হাজার বছর পরে হয়তো হবে অন্যতর কিছু
আমি শুধু জানি আমি ঘুরে মরছি কীসের সন্ধানে
হাজার যুগের পার চলেছি কীসের পিছু পিছু

মানুষ প্রথম যেন ভালোবাসতে শিখেছিল কবে?
মাটিকে আদর করে কবে তাকে পরাল ফসল?
সেসব পুরনো কথা মনে যদি করতে পারি তবে
জানি মনে পড়ে যাবে কী যে সত্য, কতটুকু ছল!

যদিও ছলেরই নামে জ্বলে উঠছে এত সমারোহ
সশব্দে এগিয়ে যাচ্ছি, জানি না কোথায়, কোনদিকে
স্রোতে ভেসে যাচ্ছে কুটো, মুঠোভর্তি বুদবুদের মোহ
বিজয় ঘোষিত হচ্ছে শুধু সেই স্রোতের নিরিখে

আমি স্রোত ঠেলে ঠেলে উঠে আসি পুরোনো উজানে
পাড়ে উঠে এসে ফের শুরু করি শান্ত বীজ বোনা
সভ্যতার তীরে বসে বলি ছেলেটির কানে কানে

হাজার বছর ধরে আমরা আরও ভালোবাসব, সোনা!

মন্দ

ভিতরে ভিতরে শুধু তোর কাছে যেতে ইচ্ছে করে।
এত পুরুষের কাঁধে হাত রাখি, কেউ তবু
তোর মতো নয়।

দেহপ্রান্তে এসে প্রেম লুটিয়ে পড়েছে। তাকে টানি।
কে তুমি? তোমার দৃষ্টি তার মতো হয়ে উঠেছিল
এই তো একটু আগে। মুহূর্তের ভুল, তবু
সেই ভুল মুহূর্তের টানে
ভিতরে ভিতরে শুধু তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে
যাকে আমি ভালোবাসি।

সে আমাকে মন্দ বলে জানে।

দায়

এই দু-বাহুর মধ্যে যতখানি তুমি, যতক্ষণ,
তারও চেয়ে বেশি কিছু চাই।
দু-এক পলক, খুব বেশি নয়, দু-এক নিশ্বাস,
ঘুমন্ত হ্রদের মতো জন্মদাগ বাদামি বা নীল
পাড় ঘিরে হালকা হালকা রোম—
এটুকুর জন্য কিছু আলিঙ্গন বাকি থেকে যায়।
আমার ঊরুর মধ্যে যতখানি তুমি, যতক্ষণ,
তারও পরে আরও কিছু বাকি থাকে,
বাকি থাকো তুমি
দু-এক মুহূর্তমাত্র, বেশি নয়, তার বেশি নয়,
সেটুকুই খুঁজব বলে এমনকি এ আয়ু তুচ্ছ,
পরস্পরে আরও দীর্ঘ খেলা
তোমার আমারই শুধু
তোমার আমার এই দায়

আজ রাতে

গলে পড়ছে মোম
আহ্‌ কী নরম!
আমার এ বাহুডোরে
গলে পড়ছে তোর ও শরীর
আনখপদশির
শরীর বলছে কথা,

হৃদয় বলছে : আহ্‌, চুপ!
আজ শুধু কথা বলবে রূপ...

উজান

যে নদীতে ভাসিয়েছি তরী
সে নদী যে ডাকনাম তোরই

সে কথা বুঝিনি আমি আগে
আজ মন সেই কথা জানে
তরী তাই ভাসাই উজানে
প্রেমে অভিমানে অনুরাগে

কী আমারও ডাকনাম, বলো
নদী তো হেসেই ছলোছলো

ছোটো ছোটো ঢেউ তোলে ঘাটে
বলে তোর ডাকনাম নীল
বলে, আর হাসে ঝিলমিল
তারই সঙ্গে ক-টা দিন কাটে...

অভিলাষ

কাছে থাকো, যতক্ষণ পারো কাছে থাকো
এ সময়ে কাছে থাকা নিতান্ত জরুরি,
যে-কোনো মুহূর্তে আমরা যেতে পারি চুরি

নিজের ভেতর থেকে।
নাম ধরে ডাকো,
শরীরী স্পর্শের চেয়ে আরও কাছাকাছি
সরে এসো, এ জীবন সামান্য সময়
সেই সঞ্জীবনী দাও, যাতে মনে হয়
জীবন ছাপিয়ে আরও তীব্র বেঁচে আছি

হাত ধরো পরস্পর, আঙুলে আঙুলে
অভেদ্য বুনোট গড়ো, যেন জলোচ্ছ্বাসও
ব্যর্থ হয় এই সেতুবন্ধ দিতে খুলে
আরও দৃঢ়, আরও দৃঢ়তর ভালোবাসো

কাছে থাকো, যেন অনিবার্য পরিণামে
একটি নদী জন্ম নেয় সেতুটির নামে

আশ্রয়

যেভাবে আমাকে চাও প্রিয় হতে পারিনি সেভাবে
বরং অবাধ্য হয়ে হয়েছি তোমার প্রিয়তমা
যতই শাসন করো, জানি সে শাসনে মিশে যাবে
তোমার প্রেমের চেয়ে মধুর, গভীরতর ক্ষমা...

অতল

তোমাকে শরীরে চাই, শরীরের দূরতম শেষে
পৌঁছে দেখতে চাই দেহ কীভাবে মনের সঙ্গে মেশে

তোমাকে মনেও চাই, অন্তরের অতলান্ত খুঁড়ে
দেখতে চাই আছ কিনা আমার নিভৃত আত্মা জুড়ে

সেখানেও থাকো যদি, তবে তোকে চাই বা না চাই
তুইই প্রেমিক মম, তুই পিতা, পুত্র, তুই ভাই...

অশ্বারোহিণী

যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে অক্ষৌহিণী
মধ্যরাত্রি, আমি দুরন্ত অশ্বারোহিণী

অশ্ব আমায় ধারণ করেছে একটি শর্তে
পথে নয়, তাকে চালনা করব ঘূর্ণাবর্তে

স্পর্শমাত্র কাঁপছে শরীর তীব্র হ্রেষায়
মহাবেগে তাকে ছুটিয়ে দিয়েছি কী অন্বেষায়!

ছুটতে ছুটতে খসে গেল তার ছিন্ন লাগাম
কেশর ধরেছি আঁকড়ে, কেশরে অজস্র ঘাম

অশ্ব আমার বাধ্য অথচ নিজের ইচ্ছে-
মতন আমাকে মারছে আবার বাঁচিয়ে দিচ্ছে

অশ্ব নিজেও মরছে বাঁচছে আমার সঙ্গে
উঠছে পড়ছে জীবনমৃত্যু শ্বাস-তরঙ্গে

গতি উদ্দাম, গতিতে ক্রমশ আগ্নেয় ধার

কী নিঃশব্দে কাটছি দু-পাশে কঠিন আঁধার!

অশ্ব তোমার অঙ্গে কেমন গোপন বারুদ
শরীরে ফুটছে তরল অগ্নি, ঘন বুদ্বুদ

আর দেরি নেই, এখনই ঘটবে সে-বিস্ফোরণ—
না না, আরেকটু... আরও কিছু দূরে স্বর্গতোরণ...

ওই পথটুকু অশ্বপৃষ্ঠে উড়তে উড়তে
স্বর্গের সীমা স্পর্শ করেছি শেষমুহূর্তে

এই ঘুমন্ত প্রান্তর থেকে দূরে বহু দূরে
অশ্বারোহিণী লুটিয়ে পড়েছে অশ্বের খুরে

আহ্ কী মৃত্যু... কী আরাম এই ধ্বংস হওয়ার—
অশ্ব আমাকে বলেছিল : তুই দারুণ সওয়ার!

অতিথিনিবাস

এবার ক-দিন ছুটি? গতবার বড়ো তাড়াতাড়ি
ভেঙে চলে গিয়েছিলে সমুদ্রবালিতে গড়া বাড়ি

জোয়ারও পিছিয়ে গেল, বেলাভূমি অনন্ত ভাঁটায়
তোমার আসার চাঁদ গুনে গুনে প্রহর কাটায়

অবশেষে তুমি এলে; চাঁদ যেই জোয়ার ফেরাবে
তুমি বললে, এবারের ছুটি তুমি পাহাড়ে কাটাবে

পাহাড়ের জলবায়ু, বলো, ঠিক কত উষ্ণ চাও
চক্রবাল ছিঁড়ে দিচ্ছি, দিগন্তের ওপারে তাকাও

বলো, কতদূর যাবে? এনেছ কতটা অবকাশ?
ছোটোনাগপুর হব? না, শিখরে ছোঁয়াব আকাশ?

শহরে কেমন ভিড়, ওখানে তোমার চারপাশে
প্রতিদিন পরিচিত পথেরা পুরোনো হয়ে আসে

তাই ছুটে ছুটে আসা, তাই এই আকাঙ্ক্ষিত ছুটি?
কখনো সমুদ্র আর কখনো পাহাড় হয়ে উঠি

তোমার জন্যেই শুধু, ওই ক্লান্ত নিশ্বাসের কালো
সমুদ্রের বুকে রাখো, উপত্যকা-জানু বেয়ে ঢালো

জীবনজীবিকা ছেড়ে হতে চাও আপাতঅচেনা
এই বিদেশের কথা তোমাদের শহর জানে না

বিষাদ সারিয়ে নিয়ে ফিরে যাও নিজ বাসভূমে
আবার যখন আসবে, আগামী ছুটির মরশুমে

তখন কী চাইবে বলো! অন্য কোনো প্রিয় পর্যটন
সহজ কিশোরী নদী, গভীর চোখের মতো বন

তোরই জন্য আজীবন হয়ে আছি পৃথিবী, আকাশ
তবু তোর গৃহ নই, আমি তোর অতিথিনিবাস।

পার্থিব

ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে
আমি প্রায় দেবীই বনে যাচ্ছিলাম আর কি!

যখন তুই এলি, কী প্রচণ্ড মানুষি গন্ধ তোর গায়ে
অথচ আমার নখ তো তখন পদ্মপলাশ
তোর বুকে বেঁধাতে চাইছি বিঁধছে না
আমার ঠোঁটে অমৃতের পুরু সর
তিনদিনের না-কামানো গালে বারতিনেক ঘষতে না ঘষতেই
ফিরে এল লুকোনো ধার
আমি তাও বললাম : একটু বোস, আমি
মন্দিরে আলো দেখিয়ে আসি।

কিন্তু আমার নখ তো তখন দাউদাউ শিখা,
সন্ধে জ্বালতে গিয়ে তারা
লাফিয়ে পড়ল ঈশ্বরের মারাত্মক কাছে
ওই জ্বলতে শুরু করল তাঁর উত্তরীয় আমি দেখতে পাচ্ছি,
জ্যোতির্ময় তাঁর মুখ, তিনি বললেন :
নড়ো না, ভয় নেই, স্থির থাকো।

...কিন্তু আমি তো আর সত্যি সত্যি দেবী নই, তুই বল,
আমার কেন ভয় পেতে নেই তবে!

এক এক টানে আমি খুলে ফেললাম সব ক-টা জ্বলন্ত নখ,
তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরে এসে ছুট...ছুট...ছুট...
একশো আট সিঁড়ি ভেঙে,
তোরণ পেরিয়ে—
পুরোটা অতীত জুড়ে হা হা শব্দে পুড়ে যাচ্ছে
স্বর্গ...

ঈশ্বরের ঘরে আগুন দেবার পাপ
বহন করে চলেছি আজও; তবু,
তবু আমি দেবী হইনি কিছুতেই আমি
দেবী হইনি বিশ্বাস কর
এই দ্যাখ আমার প্রতিটি আঙুলের ডগা ছেঁড়া
নখের জায়গায় দগদগ করছে ঘা
তা হোক, ও পার্থিব ছেলে
তোরই নগ্ন বুকে বনৌষধি,
ওইখানে, শুয়ে থাকা ঘাসে
রক্ত মুছতে দিবি না আমাকে?

কাল থেকে আসব না

স্বপ্নে তো পুরুষ ছিল, তুমি কেন সেই স্বপ্নে এলে
দশ বছরের ছোটো তুই অনুরাধাদির ছেলে

চিবুকে তীক্ষ্ণ তিল, আমার দেখার কথা নয়
কান্না কথা শুনেছিল, নিশ্বাস মানল না ভয়

উত্তাপে কি তোকে ছুঁল, চমকে তুই তাকালি এদিকে
তোকে আর পড়াব না, বলে আসব অনুরাধাদিকে

মেধাবী, দুর্বিনীত, স্বল্পবাক, ঈষৎ অদ্ভুত
কিশোর পুরুষ তুমি, নাকি কোনো স্নিগ্ধ দেবদূত?

বয়স চুলোয় যাক, সম্পর্কে পরিচিত মাসি
বিশ্বস্ত আসাযাওয়া, কাছাকাছি থাকা, হাসাহাসি

কেউ কিছু ভাবছে না, বয়সের দারুণ অমিল
আমি শুধু তোকে ভাবি, চিবুকের ডানদিকে তিল

কোনোদিনও দেখিস না, তোর নাম লিখেছি মলাটে

বুধবার বিকেলের অপেক্ষায় সারাহপ্তা কাটে

পড়া শেষ হয়ে গেল, আটটা নাগাদ লোডশেডিং
হাত ধরো বাণীমাসি, এইদিকে বারান্দা, রেলিং।

দেখতে পাচ্ছি না কিছু, অন্ধকার কতটা জটিল
তোর মুখে হাসি আছে, চিবুকের ডানদিকে তিল?

দশ বছরের দেরি, তবু চোখে নেই অনুতাপ
আমি তোর মাসি হই, তোর সঙ্গে করব না পাপ

কাল থেকে আসব না, তোর চোখ কেমন সন্ধানী
অন্ধকার বলেছিল এই মেয়েটির নাম বাণী।

তুই যেন না শুনিস, অনুরাধাদিরা বড়ো ভালো
যেতে পারব, হাত ছাড়ো, ঘরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালো...

ভালোবাসবার পরে

ভালোবাসবার পরে তুমি আঁচড়ে দেবে চুল
খুঁজেও দেবে হারিয়ে যাওয়া দুল

এমন আমি আগেই ভেবেছি
চান করানোর পরে তুমি মুছিয়ে দেবে জল
গুছিয়ে দেবে লুটন্ত আঁচল
তবেই না এই জলকে নেবেছি!

এখন জলে আগুন আছে, সামান্য নয় ঢেউ
যেসব আমি ভাবিনি স্বপ্নেও
তেমনি স্রোতে যেই রেখেছি পা
পায়ের পাতা টুকরো হল—একটা রঙিন মাছ
ফেলল ভেঙে পুকুরঘরের কাচ

(ঠাকুর আমার লজ্জা নিও না)
পায়ের পাতা মাছ হয়েছে, গভীর জলে ঝাঁপ,
খেলছে হাঁটু, ঊরুর দিকে চাপ
উঠছে, কোমর, এবার তোমার দান

তারপরে আর দান ফেলিনি, উপুড় হল ছক
নিজেই খেলা খেলতে মারাত্মক
এই বুঝি সেই দুপুরবেলার চান?

স্নান কি খেলা? স্নান কী ভালো! রোদের নীচে ডুব
ঠাকুর আমার জ্বর এসেছে খুব
শরীর, ভিজে শরীর জুড়ে তাত
চুল ধুয়েছি অঝোর ঘামে, ও-চুল ওমনি থাক
কানের ঝুটো মুক্তো ঝরে যাক
কোথায় তোমার ঘুমপাড়ানি হাত?

ব্যভিচারিণী

ঠিকরে গেল চোখের মণি
তোমায় দেখা এমন দায়
রূপ দেখেছি দুপুরবেলা
সিঁড়ির নীচে, বারান্দায়,
এক্ষুনি ও-চোখ বিঁধেছে
নীলচে গরল রোমকূপে
অন্ধ করো, অন্ধ করো
অন্ধ মরে কোন রূপে?
চোখের পাতায় পাপের পাহাড়
কাঁপছে প্রবল ডানভুরু
আমার ঘরে পুরুষ আছে
জঙ্ঘা, নাভি, দুই ঊরু
সমুদ্র নেই সমুদ্র নেই,
চিলেকোঠায় ছিটকিনি
দুপুরবেলা নদীতে চল
কোটাল আসার দিন চিনি।
সমুদ্র তোর হাতের মুঠোয়

উপচানো ঠোঁট, আঁশটে নুন
জলের নীচে পুরোনো টান
জলের উপর তুই নতুন।
কত বছর স্নান করিনি
জ্বর শুষেছি দু-চক্ষে
ওরা আমার অসুখ দ্যাখে
দূর থেকে আর অলক্ষ্যে।
আজন্মকাল ক্ষুৎপিপাসু
রূপ খুলে দে, রূপকে খাই,
এখন আমি ভাত রাঁধি না
উনুন ভাঙা, উড়ছে ছাই।
তাপ দ্যাখেনি আকাশপাতাল
পাপ দ্যাখেনি আমার চোখ
ঘরের পুরুষ অন্যঘরে
আমার পুরুষ অন্যলোক।

ঘর

ঘর বলতে ছায়ায় ঘেরা বাড়ি
দুয়োর খুলে উঠোনে পা পড়ে
ঘর বলতে ফিরব তাড়াতাড়ি
ঘর বলতে তোমায় মনে পড়ে

ঘর বলতে মাঠের পরে মাঠ
আলের ধারে রোদ মেলেছে পা
দিঘির কোলে ভাঙা শানের ঘাট
ভাত রেঁধেছি, নাইতে যাবে না?

ঘর বলতে সন্ধে নেমে এলে
পিদিমে জ্বলে বসব পাশাপাশি
নিঝুম পাড়া, আটটা বেজে গেলে
দূরের থেকে শুনব রেলের বাঁশি

ঘর বলতে সমস্ত রাত ধরে
ঘুমের চেয়েও নিবিড় ভালোবাসা
ঘর বলতে তোমার দু-চোখ ভরে

স্বপ্নগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসা

ঘর বলতে এসব খুঁটিনাটি
ঘর বলতে আকাশ থেকে ভূমি
একদিকে পথ, বিষম হাঁটাহাঁটি
পথের শেষে, ঘর বলতে—তুমি।

দেবীজন্ম

যে ছেলেটি আমার মনের মতো নয়,
সে যদি আমার বুকে মাথা রাখে, বুক খসে যাবে?
ভেবেছি অনেকবার, তবু, সে যখন কাছে আসে,
পাগলের মতো শুধু ছুঁতে চায় মুহূর্তের প্রেমে,
আমারও কেমন লাগে।

আমি জানি। এইসব কষ্ট জানি। ছোঁওয়া জানি।
ছুঁতে চেয়ে থেঁৎলে যাওয়া জানি।
যখন ঈষৎ দূরে বসে থাকে আমার মনের মতো ছেলে,
আমি তো এমনই করি,
মাথা খুঁড়ি পাথরে, শরীরে!

সে কবে আদর করবে, শুরু হবে মানুষ জন্মের
ততদিন—প্রেম নয়, আমি কোনো করুণার দেবী...

যাই বলে না

যাই বলে না, বলো আসি
খুঁজতে গিয়ে তোমার হাসি
চোখ পড়ে যায় চোখের জলে।
কী বলতে নেই? কখন বলে
সেসব কথা, যা বলতে নেই
কারুর কিংবা নিজের কাছেই!
বলতে গিয়ে বুক ভেঙে যায়
ওসব জানার তোমার কী দায়!
দুপুরবেলা সিঁড়ির কাছে
অনেক কথা থমকে আছে।
থমকে থাকুক, থমকাতে হয়;
বুকের মধ্যে চমকালো ভয়;
চমকালো জল চোখের কোলে,
সিঁড়ির মুখে প্রপাত খোলে
সেই মুহূর্তে আমিও জানি
ডুববে আমার নৌকাখানি।
নৌকা ডোবে, নৌকা ভাসে।

তীরের কাছে ফিরেও আসে;
আধভাঙা পাল, ঝল-লাগা ছই,
দুপুরমেঘে ঝড় এল কই!
ঝড় আসেনি, আকাশ ভাঙে
বৃষ্টি নামে গহিন গাঙে।
বৃষ্টি বুঝি যাবার সময়
আসছি বলে?
না বলতে হয়?

মতলবি

দিদির বাড়িতে দেখা বসেছিলে একা একা
দিদি বলেছিল জল দিতে
জামাইবাবুর চেনা অন্যদিকে তাকাবে না
কোনো ভুল হবে না দৃষ্টিতে

এমনই সিদ্ধান্ত ছিল? যে-মেয়েটি জল দিল
তার হাতে মেহেন্দির দাগ
আঙুলে, নখের কোণে, যেন খুব অন্যমনে
কী একটা ছিল;—অনুরাগ?

কিছুই পড়েনি চোখে? কী করে যে অন্যালোকে
শুরু করে প্রেমের কাহিনি!
একা যুবকের ঘরে কানায় কানায় ভরে
শুধু জল দিতে তো আসিনি!

অবেলায়

কী করে তোমাকে আজ এ কথা যে খুলে বলব আমি...
অবিশ্বাস করবে হয়তো, কিংবা ভাববে নিছক পাগলামি

রেগে উঠলে দোষ নেই, হতে পারো বিষম বিব্রত
এমনকি, জানি না তুমি বুঝতে পারবে কি না ঠিকমতো

আমারও অবাক লাগছে, এই ঘোর গৃহস্থ বয়েসে
আবার নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি শেষে!

দশ বছর বিবাহিত, অকস্মাৎ এ কী বিড়ম্বনা
সাধ বলছে : ভেসে যাই, দ্বিধা বলছে : যাব না যাব না

নীল শার্টে চেনা গন্ধ, ফিরে আসছে উন্মাদ সময়
সেই ছেলেটির সঙ্গে সদ্য সদ্য তীব্র পরিচয়

কোঁকড়া চুল, জোড়াভুরু, দুই চোখে মরমী চুম্বক
পুনর্বার আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলছে অসহ্য যুবক

ওই শার্ট পরলে কেন... বালিগন্ধ... সামুদ্রিক নীল

কী কী ছিল আমাদের খুঁটিনাটি মিল বা অমিল

ভুলে যাচ্ছি... ক্ষমা করো... দশ বছর কেটে গেছে যাক
যদি আজও বন্যা আসে, আসুক সে, বসতি ভাসাক...

দ্বিধা বলছে : বেলা গেছে, সাধ বলছে : আয় জলকে নামি
আবার তোমারই সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি আমি...

অহল্যা

একদিন বলছিস ফিরিয়ে নিবি মন, অন্যদিন তুই কী করছিস?
রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে রাখা সেই চিহ্ন খুঁজছিস অহর্নিশ!

চিহ্নের দরকার? তাহলে খুঁজে দ্যাখ —রাস্তাঘাট নয়, বরং তোর
নির্জন স্নানঘর, যেখানে প্রতিদিন কান্না রাখতিস, জলের তোড়

উপচায় চৌকাঠ, জলে কী চোরাটান! ভাসতে ভাসতেই নিরুদ্দেশ
ফেরবার পথ নেই, ফেরাবি কাকে মন? আজকে তোর সব পথের শেষ

সেই তার দরজায়, দরোজা ছুঁয়ে বল— খুলতে না-ই চাও নাহয় ছাক
আজ কাল পরশুর হিসেবও কিছু নয়, যায় তো যাক মাস, বছর যাক

একদিন ভাঙবেই পুরনো প্রতিরোধ, তার আগের এই সময় স্থির
সেই বন্ধুর হাত না ছুঁবি যতদিন মৃত্যু নেই এই শতাব্দীর।

অভিযাত্রিক

কত গভীরে পৌঁছাতে পারো
কত দূরে আমার ফুসফুস
এসো, এই মরণান্ত পথ
পেতে আছি, পথিক পুরুষ!
আমার অতল তল থেকে
ব্রহ্মতালু ফেটে যাচ্ছে পথে
চলে এসো, এই অন্তরাল
জোগাড় করেছি কোনোমতে
সীমাহীন কাঁধপিঠ থেকে
উঠে আসে রাশিরাশি তারা
কী প্রবল অভিকর্ষটানে
কেন্দ্রমুখে নামে অগ্নিধারা
ফুলকি লেগে পাপড়ি লেলিহান
হৃৎকমলে মহাসমারোহ
এসো, পথে নামো, দুঃসাহস
কোনোমতে করেছি সংগ্রহ

ভিতরে বাহিরে

তোর কপালে কীসের গন্ধ
তুই কদম ফুলের বন্ধু?
তাই এনেছিস এই ঝাঁঝালো বাদল সন্ধ্যা!
—ঘরে এসো, আমি দরোজা করে দি' বন্ধ

আজ ভিতরে বাহিরে বৃষ্টি
তবু চেয়ে দ্যাখো, কত কষ্টে
আমি জোগাড় করেছি শুকনো জ্বালানি শেষটায়
—আগুন দেবে না শরীরে শরীর ঘষটে?

তুমি চোখে চোখ রাখা মাত্র
জ্বলে উঠবে মশাল রাত্রির
আহা কী পাগল শিখা একে অন্যকে হাতড়ায়
ওই তরল আগুনে ভরব ওষ্ঠপাত্র

যদি হয়ে যাই পুড়ে ভস্ম
তবে দুরন্ত এই বর্ষায়
ভেসে চলে যাব মাঠে যেখানে সহজ কর্ষণ

...ভিতরে বাহিরে বহন করেছি শস্য...

স্পর্শতিল

যে নেই, কেন যে তার স্পর্শ পড়ে থাকে!
এই ঘরে, এ শরীরে, মুহূর্তের বাঁকে
এত স্পর্শ আদৌ কি করেছ কখনও?
করেছিলে?

সে নেই। শুধুই তার নাম পড়ে আছে স্পর্শতিলে...

এ সবই রাতের চিহ্ন

চিহ্ন লুকাব না বলে তোর বাড়ি এসেছি সকালে।
সমস্ত না-হওয়া ঘুম জল হয়ে ঝরে পড়েছিল
কাল সারারাত ধরে। সেই জল শুকোবার আগে
ভোরের শিশিরে ভেজা এই ট্রেন, কান্নাভেজা ট্রেন
আমাকে পৌঁছিয়ে গেল তোর সদ্য ঘুমভাঙা চোখে
বাগানের দরজা খুলে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছিস তুই

আর আমি এসে বলছি : এই নে আমার বাসিমুখ,
এই উশকোখুশকো চুল, এই অগোছালো শাড়িজামা—
এ সবই রাতের চিহ্ন, বিনিদ্র ও তুমিহীন রাত,
চিহ্ন লুকাব না বলে তোর কাছে এসেছি সকালে
এসে দেখি, তুইও পেতে রেখেছিস দুঃখচিহ্ন তোর
বোধহয়, এ চিহ্নদুটি মিলে যেতে পারে আজ রাতে...

আরণ্যক

হাতে হাতে নদী বইছে, চোখে চোখে উড়ে যাচ্ছে পাখি
মনে মনে বৃষ্টি এল, শরীরে সবুজ মাখামাখি
পায়ে পায়ে পাকদণ্ডি, নখে নখে ঘষা লেগে—ও কী!
দাবানল জ্বলে উঠছে, নখ কি গোপনে চকমকি!

কেমন রহস্য বলো, বৃষ্টি যত জোরে আসছে ঝেঁপে
অগ্নিশিখা তত তীব্র, ঊর্ধ্বপানে উঠছে কেঁপে কেঁপে
অরণ্যে অরণ্যে সেই দহন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত
অথচ আশ্চর্য দ্যাখো—অরণ্য কুসুমে অভিভূত!

আগুনে বৃষ্টিতে আজ মুখে যাচ্ছে সমূহ নিশানা
হাতে হাতে মুগ্ধ ঢেউ, চোখে চোখে দুঃসাহসী ডানা...

আসঙ্গ

এসো, আজ এই বুকে মাথা
রেখে বলো, মনখারাপ কেন
তেমন কারণ আছে? নাকি
মনখারাপ ভালোবাসো বলে?

মনোমতো মনখারাপ জল
ঢেলে দাও কাঁধের ওপরে
গড়িয়ে গড়িয়ে নামে ধারা
আহা, সে কী মনোরম স্নান!
এসো ভিজি, এসো ভিজে যাই

পরস্পর দুঃখে রাখি মুখ
শুষে নিই জিভ থেকে জিভে
ভালোবাসা... মনখারাপ... সুখ...

দেহতত্ত্ব

তোমার কথার চেয়ে মোহময় তোমার ফিসফিস
নিশ্বাসে নিশ্বাসে তুই আমাকে পাগল করেছিস

আশরীর রোমকূপে ঠোঁট রেখে কোন মন্ত্র দিবি?
এই ঘরে একটানে খুলে ফেললি গোপন পৃথিবী!

পৃথিবী রহস্যময়, ছোট্ট এই দরজাবন্ধ ঘরে
পর্বত দাঁড়িয়ে ওঠে, চূড়া থেকে নদনদী বেয়ে

সমস্ত নতুন চূড়া, সমস্ত নতুন জলরাশি
কতদূর থেকে রোজ তোর সঙ্গে স্নান নিতে আসি!

লবণাক্ত স্নান লেগে স্নানাগারে চলকে ওঠে ফেনা
ফিসফিসিয়ে ফেনা ভাঙে, অন্য কেউ জানতেও পারে না

সমুদ্র-পাতাল থেকে জেগে ওঠে অলৌকিক খেত
তোমার ডাকের চেয়ে আরও তীব্র তোমার সংকেত

সংকেতে সংকেতে তুই খুলে ফেললি লুকোনো আগল

আদিগন্ত দেহময় চারণের অবাধ অঞ্চল

এমন উধাও মুক্তি গুপ্ত রেখেছিলি কোন বীজে?
সমস্ত স্বপ্নেরও চেয়ে আরও স্বপ্নময় তুমি নিজে...

শর্ত

এসো, তবে অন্ধ করে দাও!
তোমাকে দেখেছি তাই বেড়ে গেছে আমার অসুখ
বেড়ে গেছে উন্মাদনা, অপরাধপ্রবণতা, নেশা...
নিজেকে ঠেকাতে চেয়ে হাত দিয়ে বেঁধে রাখছি হাত
ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চাপছি, তবু দৃষ্টি ফেরাতে পারছি না
তোমাকেই দেখছি আর নখ বিঁধছি নিজের মুঠিতে
মুঠি থেকে রক্ত ঝরছে, রক্ত নয়, আকাঙ্ক্ষার স্রোত
নিম্নগামী... নিম্নগামী... বাঁধ তাকে ঠেকাতে পারছে না
উপচে যাচ্ছে আহ্ আমি স্বভাবত যন্ত্রণাপ্রবণ
শাস্তি পেতে ভালোবাসি, আমার দু-চোখে প্রিয় পাপ
শরীর মরিয়া, হিংস্র, সামাজিক মুদ্রাদোষহীন—
এখনই পালাও, নয়তো কাছে এসো, পরিত্রাণ করো
একটিবার স্পর্শ করে, স্পর্শ করতে দিয়ে... ফিরে যাও...
আমি শান্ত হয়ে যাব, সত্যি বলছি, ফেরার সময়
পুনর্বার আকাঙ্ক্ষায় ঝলসে ওঠা এই ধৃষ্ট চোখ
যদি অন্ধ করে দিয়ে যাও...

ভিতরের ঘর

যতবার দেখা হল ব্যস্ততার ফাঁকে
কী নিপুণ হেসে তুমি এড়ালে আমাকে!
ভালো লাগে, জানো! ভালো লাগে এই ছল
এত দূরে আছ তবু এমন প্রবল ভাবে টানো!

মনে হয় তোর কাছে যাব না যাব না
বুকের ভিতরে, আহা, পুষেছি কামনা
কামনা সোমত্ত হল কতদিন পরে
তার সঙ্গে শুয়ে আছে ভিতরের ঘরে—অভিমানও।

কাণ্ডারি

রাতের রেলগাড়ি উড়িয়ে নিয়েছিল হাওয়া
দারুণ মৃদু আলো অন্ধকার থেকে আরও
অলৌকিক যেন, যেন আমার মতো তারও
জড়িয়েছিল ঘুমে কোনোরকমে চোখ- চাওয়া

বাইরে ভাসছিল তরল রাত্রির রং
ভেতরে পাঁচজন শরীর ঢেলে দিয়ে শুয়ে
দু-চোখ বুজে আছি। হঠাৎ মন দিলে ছুঁয়ে
কেমন করে যেন! দেখিনি তুমি কোন জন!

দেখিনি, না-ই দেখি, বুঝতে পেরে গেছি কে সে।
আমরা পাঁচজন। সবার মুখ চেনা- চেনা,
আবছা আলো ছিল, তবু লুকোতে পার- লেনা,
সরিয়ে নিলে চোখ চোখের কোণে মৃদু হেসে।

তখনই শুরু হল আবার সেই তরী বাওয়া।
তুমি তো কাণ্ডারি; আমি কি নৌকো, না নদী?
জানি না। শুধু জানি আজ না ফেরা হয় যদি,

রাতের রেলগাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাক হাওয়া...

পাষাণ

পুরুষ তোমার বুক পাষাণের মতো
শুতে দাও শুতে ইচ্ছে করে।
পাষাণে ঘষেছি মুখ, কী ভীষণ ক্ষত
ওষ্ঠাধরে!

ক্ষত কী বেহায়া দ্যাখো শুকোতে চাচ্ছে না,
লুকোতে চাচ্ছে না তার মুখ
যাচ্ছেতাই লাগছে, তবু মনে তো হচ্ছে না
অনিচ্ছুক!

পাষাণ শীতল ওগো পাষাণ কী ধুধু
পাষাণে থুয়েছি কাঁদাকাটি
পাষাণে মাখিয়ে আসি এক মুষ্টি শুধু
কাঁচামাটি।

পুরুষ তোমার মুখ মাটিতে মাখানো
ধুতে দাও ধুতে ইচ্ছে করে
ক্ষত তো পুরোনো, তবু ছোঁয়ালে এখনও

রক্ত ঝরে...

বাঁশি, বাঁশি

আমার রাত পোহালো যেই প্রভাতে
তখনই তাকে ‘শারদ’ বলে চিনেছি
যতই হই হাঘরে আর হাভাতে
আঙিনা ভরা সোনার রোদ কিনেছি

তার বদলে এসেছি দিয়ে বাঁশিটি
কাহার হাতে, সে-কথা নেই স্মরণে
তারই সাথে কি ছিল গোপন আশিকি—
বাঁধন ছিল জীবনে, নয় মরণে!

তাকেই বুঝি এবার রাত পোহালে
নতুন করে ‘শারদ’ বলে চেয়েছি
বলেছি : তুমি কেমন করে শোনালে
যে গান আমি একা একাই গেয়েছি?

শারদ বলে : শিখেছি আমি এই গান
তোমারই সেই হারিয়ে যাওয়া বাঁশিতে
মোহনবাঁশি রুদ্রপাল যদি চান

ফেরাব তাকে অতসীরঙা হাসিতে...

চোখ

যেই তোর ওই চোখ এ চোখে রেখেছিস ওম্নি চলকাই কথার খেই
আর তুই বলছিস ওভাবে তাকানোর কিচ্ছু নেই, আর, কিছুই নেই!

ভরপুর সন্ধ্যায় জমাটি আয়োজন আড্ডামশগুল বসার ঘর
ঘরময় লোকজন, আলোতে ভাসমান চূর্ণ উল্লাস, কলস্বর

সব্বাই ছলছল, সকলে বেসামাল, ভাসতে ভাসতেই কেমন চুর
তার মধ্যেই এক কুয়াশাভেজা খেত, ঝাপসা আলপথ অনেক দূর

সেই খেত তোর চোখ, সে-চোখে ফসলের স্বপ্ন ডাক দেয় অজান্তেই
আর তুই বলছিস এভাবে তাকানোর কিচ্ছু নেই, আর কিছুই নেই!

নীলনদের তীরে

তোর ওই মুখময় ছড়ানো ইতিহাস সভ্যতার ঘুম ভাঙার ভোর
দৃষ্টির সামনেই বিছিয়ে আছে পথ, নীলনদের তীর; সেসব তোর

শস্যের মাঠ নয়? এখনও কবেকার সেই গমের শিষ, পশুর ছাল
শয্যার প্রান্তেই বিছিয়ে রেখেছিস জন্মজন্মের আয়ুষ্কাল!

চুপচাপ ভাবছিস কীভাবে যাবে দিন, সামনে দলছুট ভবিষ্যৎ
ভয় নেই, নীলনদ! তুমি তো জানো সব শুকনো খাত আর সজল পথ

দিনকাল কাটবেই, —না, একা একা নয়; চাইলে একজন তোমার হাত
ধরবার জন্যেই এসেছে এতদূর... পূর্বনিশ্চিত এ সাক্ষাৎ

তোর সঙ্গেই ফের দেখা যে হবে তার জানত তার মন যাবৎ দিন
সেই জন্মের ভোর... সে ছিল সেখানেও, হয়তো কুণ্ঠায় আলাপহীন

তারপর বারবার ভাসিয়ে নিয়ে যায়, জন্মমৃত্যুর আবর্তন
যেই তোর হাত ছোঁয় তখনই ছিঁড়ে যায়, ঘূর্ণি পাক খায়, কী মন্থন!

আজ আর একবার থেমেছে বালিঝড়, চিনছে দুই হাত পরস্পর—

এই দ্যাখ, ধানশিষ, আমাকে ভেবে নিস তোর সে উন্মাদ জাতিস্মর!

ব-দ্বীপ

মাথার ভেতরে এখনও হালকা পাপবোধ
এবারে ভাবছি তার ঘনত্ব মাপব
শরীর ডোবে না লবণে ভারী সমুদ্রে
এ কথা জেনেই এই ভাবনার উদ্রেক
এবারে ভেবেছি সারারাত ধরে কাঁদব
যাতে নুন মিশে ভারী হয় অপরাধবোধ
যত ভারী আহা ভাসতে ততই সুবিধা
যদিও জেনেছি নুনের স্পর্শে খুবই ধার
ভাসতে ভাসতে পেরোব বসতি বন্দর
ধর্ষণ আর হত্যার ভূমিখণ্ড
এই ব-দ্বীপ বর্ণমালার শেষ ব
বান্ধবী নিয়ে ভেসে চলে যাব লেস্বস্...

সমুদ্রস্নান

সুখ জাপটিয়ে ধরেছি
আমাকে
সুখ জাপটিয়ে ধরেছে
আমার
উপরে ও নীচে কলকল করে সুখ
বালিতে আছড়ে ফেলেছি
আমাকে
বালিতে আছড়ে ফেলেছে
ঢেউয়ের
মাথায় চড়েছে ফেনা... উদ্গত ফেনা...

ফেনায় দু-চোখ অন্ধ
আমরা
গড়িয়ে যাচ্ছি গভীরে
যেখানে
বালি সরে গেছে, ওৎ পেতে আছে নীল—
নীল কী ভীষণ ঠান্ডা
অথচ

নীল কী ভীষণ গরমও
আমরা
ডুবছি আমরা আর নিশ্বাস নেব না...

যৌথ

শোনো বলি, এমন কী দোষ ছিল এতে,
এই প্রেম তোমারও কি নয়?
কষ্ট-আহরণ, সমবেত মাধুকরী
খুঁদকুড়ো নিহিত সঞ্চয়।
কাদামাটি, আধখানা চাঁদ, আরও যা যা—
আঙিনা সবুজ করা ঘাসে
তোমারও কি নয় এই সনাতন ভূমি
পর্যটনে, কিংবা বসবাসে?

প্রিয়

ও প্রিয়, তোর চোখের কোণায় মৃত্যু নাচে
মৃত্যু মানে জীবন-নদীর ওপাশ এপাশ
স্রোতের টানে খড়কুটো কি সত্যি বাঁচে!

ও প্রিয়, তুই সবুজ কোমল মৃত্যু শেখাস
ও প্রিয়, তোর হরিণ পায়ে মৃত্যু লাফায়
তাই দেখে আজ সাধ জেগেছে ঘুঙুর হব
দেখিস যেন আনজনে কেউ শব্দ না পায়
এ মৃত্যু যে গভীর গোপন মহোৎসবও

ও প্রিয়, তোর অল্প ছোঁয়ায় মৃত্যু ফোটে
একটু বেশি ছুঁস যদি তুই, দোষ কী তাতে?
জীবনধারা মাঝবরাবর উথলে ওঠে
ওই দরিয়ায় সাঁতরে এলি তুই আমাতে!

এলিই যদি, ও প্রিয়, আয় রঙ্গ করি
তুই হ' আদিম ছন্দ, আমি মুক্ত লেখা
তোর শরীরে ঠোঁট রেখে দ্যাখ কেমন মরি—

ও প্রিয়! অ্যাই অসহ্য লোক! মরতে শেখা...

আর্ত

তুমি যদি পিষে মারো
ট্রামের চাকার তলে মরেও যাব না
তুমি যদি ওম দাও
আমি তবে তুমি দিয়ে বোনা
তুমি যদি কাছে থাকো
আলতো ছোঁও আর্ত এই হিয়া
অনীহায় ফেলে যাব
আমার অন্যান্য পরকীয়া

আবাহন

তোমাকে পেয়েই দাঁড়িয়েছে এই স্বভাব গো
তোমাকে না পেলে পড়ে থাকে শুধু অভাববোধ
তুমি না থাকলে চারিদিকে শুধু শূন্যতা
কত মুহূর্ত কত শতাব্দী গুনব তার!
কতদিন আগে কাছে ছিলে তুমি, চন্দ্রহাস
তোমার দু-চোখে দেখেছি আমার সর্বনাশ
সর্বনাশের শুরু আছে শুধু, নেইকো শেষ
আমার এ ঘর, আমার শহর, আমার দেশ
তুমি না থাকলে সব জনহীন, সব উজাড়
এসো, থেকে যাও আমার সঙ্গে দিন দু-চার

ভোরাই

তোকে যে কীভাবে চাই নিজেই জানি না
মেরে ফেলতে চাই তোকে আদরে আদরে
স্বপ্ন দেখি তোর উপরে আমি লজ্জাহীনা
কামড়ে খেয়ে ফেলছি তোকে টুকরো টুকরো করে

জানি না কীভাবে কাটে দীর্ঘতম দিন
মনে হয় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি অহরহ
প্রতি রাত্রি প্রতীক্ষিত, কামনারঙিন
মিলনে পুষিয়ে নিচ্ছি প্রতিটি বিরহ!

শরীর ফুরিয়ে আসে মহোৎসব শেষে
শব্দহীন হয়ে আসে মুখর চেতনা
স্পর্শ ডুবে যেতে চায় স্খলিত আবেশে
তোর সঙ্গে ছাড়া এত ঘুমোনো যেত না...

ঘুম ভেঙে তোকে দেখি তন্দ্রামুগ্ধ ভোরে
ভালোবাসতে ইচ্ছে করে আরও সত্যি করে...

ফেরারি ফাল্গুন

দুয়ারে দাঁড়িয়ে শালবন, অন্ধকার, একলা চুপচাপ
বুকে টেনে নিতে তার মুখ, ইচ্ছে হয়, কিন্তু এই পাপ

কীভাবে লুকাবে রাত্তির! মঞ্জরীর তীব্র গন্ধেই
পড়ে যেতে পারে শোরগোল, জঙ্গলের আজ তো হুঁশ নেই

সে ছেড়ে এসেছে তার ঘর। ঘর কোথায়! তুই যে শালবন
ফেলে এলি পাহাড়ের ঢাল, পূর্ণিমার রাত্রি নির্জন!

সে শুধু আমাকে চাস তাই? হায় কপাল, তুই কি উন্মাদ?
তবে কেন এত নিশ্চুপ? বল আমায়, তোর কীসের সাধ

কতদূরে যেতে চাস বল। এই নে হাত, ধরতে চাস ধর—
পালিয়ে এসেছে শালবন। ওর সাথেই ছাড়ছি আজ ঘর...

আসা

তুমি এসেছিলে
তুমি চলে যাওয়ার পর
এ কথা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না
সিঁড়িতে তোমার পায়ের দাগ
ক্ষতের মতো দগদগ করে
দরজা বন্ধের আওয়াজ
সে যেন আর্তনাদ, হাহাকার
তুমি এসেছিলে, তুমি এসেছিলে
আমি খুব শান্ত হয়ে যাই
শান্ত হয়ে মনে মনে ভাবি
তুমি এসেছিলে, তুমি এসেছিলে
সত্যিই তুমি এসেছিলে কি?

পাপ

তার সঙ্গে দেখা হল আবার
দেখা হবে যে, আমি তো জানতাম
তার দিকে না তাকিয়ে আমি হাসি হাসি মুখ করে রইলাম
আমার দিকে না তাকিয়ে সে রাগী রাগী মুখ করে রইল
তার সম্ভবত কিছু মনে পড়ল না
সম্ভবত
মনে পড়ার মতো পাপ আর হয় না...

আপন

মনে আছে সে-প্রথম মন
তুমি তাকে ডেকেছ : আপন

তুমি তাকে নিয়েছ গোপনে
কেউ যেন না জানে, না শোনে

কখনও না পায় কেউ টের
তোমার কাহিনি, তোমাদের

মনে আছে তোমাদের দেখে
কত কথা বলেছে অনেকে

তারা তো জানে না কোনওদিনই
কে কার কেমন বিনোদিনী

কে বা কার কেমন বিনোদ
কে কেমন মেঘ বৃষ্টি রোদ

তারা কেউ কখনও ভাবেনি

কে বেঁধে দিয়েছে কার বেণি!

অবাক

মনে আছে সে-প্রথম ডাক
তুমি যাকে বলেছ : অবাক

ভেবেছিলে, এখনও তোমাকে
কেউ তবে নাম ধরে ডাকে!

না গো, এ তোমার অন্য নাম
সে বলেছে—তোমাকে দিলাম

অন্য ধ্বনি অন্য শব্দরূপ
মনে আছে, তখনও নিশ্চুপ

ছিলে তুমি দ্বিধায় সন্দেহে
ভেবেছিলে, আবারও এ দেহে

জন্ম নিতে পারে কি হৃদয়!
ভেবেছিলে কী হয়... কী হয়...

ভেবেছিলে, দেখা যাক কবে

এর পরে কী হবে কী হবে!

ঝড়ের রাতে

তোমার বুকের মধ্যে শুয়ে আছি বলে
রাত্রি শান্ত মনে হয়েছিল।
ঝড় কিন্তু এসেছিল ঠিক। আক্রমণ করেছিল পাড়া।
এমনকি, পশ্চিমের শার্সি ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে
সামনে পেয়ে গেছিল তোমাকে।

হ্যাঁ, শুধু তুমিই ছিলে, অন্তত, ঝড় তো তাই জানে...
লুকিয়ে ছিলাম আমি তোমার বুকের মধ্যে, ঘুমে,
কখন ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছ একা
আমি কিচ্ছু টের পাইনি
...অথচ... তোমারই মধ্যে...

উচাটন

দ্যাখো, আজ এই যে অনেকদিন পর এমন মেঘ করল,
হাওয়া দিল পাগল পাগল,
মাটির ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল
অদ্ভুত সোঁদা গন্ধটা...
তাও কেন তোমার মনে পড়ল না গো, আমার কথা?

এই যে বৃষ্টি নামল,
ওই যে পশ্চিমের মাঠ উঠল ধোঁয়া হয়ে জলের ঝাপটায়,
আকাশ কাঁপিয়ে দিল বাজ,
তুমি বুঝি এখনও বুঝলে না,
এ আয়োজন কীসের জন্য?

দ্যাখো, বৃষ্টি বেড়েই চলেছে
বান ডাকবে, বান ডাকবে সোনা!
আমিও যদি আরও একটু কষ্ট পেতে পারি,
আরও আরও আরও একটু ভয়...
ততদিনে, ততদিনে নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে যাবে...

অঙ্কশায়ী

কোথায় ছিলি কোথায় ছিলি তুই
অপেক্ষাতে কাঁদছিল ছিল এই বাড়ি
না, মানবি না এক-এক্কে হয় দুই
তোর থেকে আজ অঙ্কখাতা কাড়ি

তখন থেকেই সমস্ত ঘর ফাঁকা
ধুলোয় মোড়া সমস্ত আসবাব
চাঁদ—সেও তো মেঘেই আছে ঢাকা

মেঘের সাথে বৃষ্টিরও নেই ভাব
আজ ফিরেছিস—এটাই তবে বাস্তব
আমায় যে তুই ভুলিসনি তাই স্বস্তি
রাত্রে তোকে রাখব না আর আস্ত
কামড়ে খাব মাংস এবং অস্থি...

সম্ভাবনা

আচ্ছা ভাবো,
আমি আজ উন্মাদ হয়ে গেলে
কী পড়ে থাকবে আমার ভেতর?
ব্যথাবোধ, খিদে, কাঙালপনা
এইসব, যাকে সম্ভাবনাও বলা যায়
আর ধরো, সেই উন্মাদ আমি
সোজা ঠেলে উঠেছি তোমার বারান্দায়—
দেখে যদিও বুঝতেই পারবে না আমি পাগল
হাতে শুধু কুষ্ঠরোগীর ঝুমঝুমি
তুমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে
জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলে একটা টাকা
অথচ, কী বলব, আমি তো এসেছিলাম
তোমায় নতুন একটা গান শোনাব বলে

অপেক্ষাঋতু

উত্তরে হাওয়ায় বন্ধু, তোমাকে এমন মনে পড়ে!
যেন তুমি হাঁসের পালক
যে-কোনো মুহূর্তে হয়তো শূন্যের নীলিমা ছেড়ে
নেমে আসবে উঠোনে আমার

কিংবা ধরো, ক্যাসুরিনা পাতা
এতই উন্মাদ, তুমি সমুদ্রের গন্ধে গন্ধে
পথ ভুলে গিয়েছ উত্তরে
সেই থেকে, সেইদিন থেকে
আমার অপেক্ষা জমে হিম, আর
তোমারও কুয়াশা বড়ো নোনা...

বুনন

শব্দের ওপর শব্দ বুনে বুনে লেখা
মনের ওপর মন বুনে বুনে প্রেম
আমার ওপর আমি বুনে বুনে সংসার
তোমার ওপর তুমি বুনে বুনে
সেই তুমিই...

বোকা

তোর সঙ্গে মরব বলে আকাঙ্ক্ষা করেছি কতবার
আকাঙ্ক্ষা?—না, বেশি কিছু—অন্ধ কোনো আকুতি, অথবা
তোর প্রতি রোমকূপে নিবিষ্ট হওয়ার আর্ত জেদ
ভেবেছি... ভেবেছিলাম... এরই কাছে সকল বিচ্ছেদ
একমুহূর্তে তুচ্ছ হবে!

তবু দ্যাখ, এখনও না মরে
কী বোকার মতো তোকে আঁকড়ে আছি মরণকামড়ে...

দ্বিচারিণী

আমি পুরুষের কাছে প্রেমিকের কথা বলে কাঁদি
আমি প্রেমিকের কাছে পুরুষের কথা বলে কাঁদি
আমার প্রেমের কোনো শুরু নেই শেষ নেই
যাকে বলে অনন্ত অনাদি
প্রত্যেকের কাছে আমি দ্বিচারিতাদোষে অপরাধী

বিষাদবান্ধবী

বিষাদবান্ধবী, তোর গন্ধরাজে কীসের সুবাস?
কোন অন্ধকারে তুই সন্ধেবেলা সুগন্ধ ডুবাস?

কেমন বন্ধনে তুই বেঁধেছিস এই অন্ধ আঁখি
শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোর অন্ধকার শুষে রাখি

বিষাদবান্ধবী, আমি তোর অন্ধিসন্ধি গেছি জেনে
যতটা বন্ধুর হলে সন্ধানের মোহ রাখে টেনে

তোর অন্ধকার তত তীব্র, তোর গন্ধ তত ঘন
এমন বান্ধবী আমি এর আগে দেখিনি একজন

আমি তো কবন্ধ এক, আশরীর প্রতিবন্ধী দাহ
তবুও, গান্ধর্বী, তোকে করতে চাই রাক্ষসবিবাহ।

ভ্রমণকাহিনি

চতুর্দিকে ধাক্কা খেতে খেতে ফিরে এসে
এখন আমি ঘর গোছাই।
বিছানায় পেতে দিই সামুদ্রিক বালি,
জানলার তাকে সযত্নে সাজিয়ে রাখি
কুড়িয়ে আনা নুড়ি ও ঝিনুক।

আর আমার গৃহস্থালির ভেতর চারিয়ে যায়
স্বাদমতন ভ্রমণকাহিনি।
তুমি যদি আসতে চাও, এসো!

হেঁটে নয়, ভেসে নয়, ছুটে নয়, উড়ে নয়, এসো—
যেভাবে ওপরদিকে ছুঁড়ে দেওয়া পাথর
পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে
ঠিক নেমে আসে
নদীর বুকেই
আহা, রোগা কালো নাম-না-জানা সেই নদী...

সেদিন দু-জনে

ঘুম ভেঙে যেই উঠেছি সদ্য, কামিনীগাছের আড়ালে
লাজুক নয়নে দ্বিধাভরা মুখে ঈশ্বর এসে দাঁড়ালেন
ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বরই, তাঁকে কীভাবে চিনেছি জানি না
তখনও সূর্য ওঠেনি, রৌদ্র পড়েনি আমার আঙিনায়
আলো নয়, শুধু আলোর আভাস, ভোরের শরীরে লজ্জা
এমন সময়ে ঈশ্বর একা এলেন আমার দরজায়
এলোমেলো চুল, আলুথালু জামা, বহুবছরের অবসাদ
চোখের তলায় বিছিয়ে রয়েছে, সেই চোখ দেখে সহসা
মনে হল তিনি সুন্দর, আমি এত রূপ আগে দেখিনি
মুগ্ধতাটুকু বুঝে ফেলে মুখ নামিয়ে নিলেন তখনই
কেশে উঠলেন অস্বস্তিতে এবং কাশতে কাশতেই
দরজার পাশে নিচু সিঁড়ি ঘেঁষে বসে পড়লেন আস্তে
তখনও ভোরের কুয়াশা কাটেনি পাঁচিলের ধারে জংলায়
ঈশ্বর আর আমার মধ্যে শুরু হল সেই সংলাপ...
যা অতি মধুর, অথচ গোপন, সে কথা লিখিনি কাব্যে
লিখে দিলে হায়, তিনি যে আমার অবিশ্বাসিনী ভাববেন...

বুননশিল্প

ফুরিয়ে গেল যে, কবে হয়েছিল শুরু সে!
ঘর গুনে গুনে ঘর ফেলে ফেলে
কতটা পশম বুনে বুনে এলে?

কেমন নকশা তুললে কাঁটা ও কুরুশে...
শীত পড়ে এল আরও একবার
গরম কী আছে, শরীরে দেবার—
কতখানি ওম খুঁজেছ পুরুষে পুরুষে

বেশ্যা

নানান পুরুষ খেয়ে দেখেছি গো, বেশ স্বাদ
কারও হাড়গোড় নোনতা, মাংস মিষ্টি
কারও কারও যেন আশরীর নিরামিষটি
কারও ঠোঁট ঝাল, কারও জিভ বড়ো তিক্ত
সে নানারকম হতেই তো পারে... ঠিক তো
তবু বলি, আমি একা শুধু তোরই বেশ্যা...

সালোকসংশ্লেষ

সে এক আলোর সঙ্গে সম্পর্ক করেছি কিছুদিন
মুখ নীচু করে রাখা আলোটির পবিত্র অভ্যেস
আশ্চর্য নরম ভঙ্গি, মুগ্ধ করে ফেলেছিল বেশ
তখনও বুঝিনি, তার লজ্জা, লাস্য, সবই বৈদ্যুতিন...

সারা ঘর অন্ধকার, অল্পবয়সি আলোটি মায়াবী
দু-চোখে ইশারা নেই, হতে পারে—সেটাই ইশারা
টেবিলের অন্যদিকে কোনোদিন জ্বলে গেছ যারা
তোমরা জানো, টেবিলের নীচে থাকে সাংঘাতিক চাবি

চাবি স্পর্শ করামাত্র দপ্‌ করে জ্বলে উঠল নখ
পায়ের আঙুলগুলো খসে পড়ল কঠিন মেঝেতে
লাফাতে লাফাতে ওরা আলোর দিকেই যেতে যেতে
অন্ধকারে ফেলে গেল অন্ধ হয়ে যাওয়া দুটি চোখ

সেই থেকে এ শরীর পরিণত হল একটি গাছে
চলচ্ছক্তিহীন, তবু আলো, হ্যাঁ গো, আলো খেয়ে বাঁচে...

নাবিক

এতবার প্রেমে পড়ি কেন হে ঈশ্বর
কারও কারও চাহনি কি চলন কি স্বর
দেখেই বা প্রেমে পড়ি ঈশ্বর কেন হে
এ প্রেম মগজগত
(তবু খুব নিরিমিষ্যি নহে)

হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর কেন এতবার প্রেমে পড়ি
জানি তা ভঙ্গুর তবু ইচ্ছে-ইমারত কেন গড়ি

হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর কেন এতবার পড়ি প্রেমে
তুমিও জান না… তাই আমিও চালিয়ে যাচ্ছি
অসংখ্য সমুদ্রে থেমে থেমে
প্রতিটি বন্দরে নেমে নেমে
সুন্দর বন্দরে নেমে নেমে…

তুমি

যাবতীয় প্রণয়ের পরে
তোমার নিকটে ফিরে আসা
ভালো লাগে, বড়ো ভালো লাগে
জানি এইসব খেলাধুলো
তোমার হৃদয়ে গিয়ে
শাণিত তিরের মতো লাগে
তবু জেনো
অরণ্য, পাহাড়, নদী, সমুদ্রে ভ্রমণের পর
যে ঘরে ফেরার ইচ্ছে জাগে—
সেই ঘর তুমি, তুমি, তুমি

প্রতিধ্বনি

সিঁড়ি বেয়ে নেমে উঠে নেমে
পৌঁছোলাম পরবর্তী প্রেমে
নতুন শুরুর প্রতিধ্বনি
আমার মাথার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাজে,
থেমে থেমে

অফুরন্ত

প্রেম! সে কি নতুন? পুরোনো?
তারও কি বয়স হয় কোনো?
জানি না। শুধুই প্রেমে পড়ি।
অফুরন্ত সম্ভাবনা হয়ে নিজেরই বুকের মধ্যে
দীর্ঘশ্বাস হয়ে নড়িচড়ি

সাধ

সুসময় ওগো সুসময়
আশীর্বাদ করো প্রেমময়
নতুন এ প্রেমে যেন পুরোনোরই মতো
এক বুক কষ্ট পেতে হয়।

প্রত্যাবর্তন

প্রেম, সে তো বাঁচার উপায়
তাকে ছাড়া বেঁচে থাকা দায়

আমি করে চলি পরকীয়া
তাতে, আহা, তৃপ্ত এই হিয়া

সমুদ্রে বা অরণ্যে পাহাড়ে
হৃদয়ের বিবিধ বাহারে

মাঝেমধ্যে ঘুরতে যাই আমি
ভ্রমণক্লান্ত হয়ে থামি

ফিরে আসি, সোনা তোরই কাছে
যেখানে আমার জন্যে
ঘরের দরোজা খোলা আছে...

প্রেম

সে তো এসে বসেছিল কাছে
তখনও বুঝিনি যে সে আছে
যখন সে চলে গেল দূরে
আকাশে বাতাসে সুরে সুরে
বেজে ওঠে তারই প্রিয় নাম
পুনরায় প্রেমে পড়লাম

শেষ আদরের পর

শেষ আদরের পর নিয়ে আসব একটি ঝরা চুল
জীবন তেমনই থাকবে, নিয়ে যাব মুহূর্তের ভুল

মুহূর্তের জন্যে মৃত্যু, কত জীবনের সমনাম?
সমুদ্র শুষেছে ওষ্ঠে, তোমার কপাল জুড়ে ঘাম

দাও, ওইটুকু দাও, পান করি, পরিশ্রান্ত লাগে
কতটা জীবন ছিল এই শেষ আদরের আগে

কতটুকু পড়ে থাকবে এর পরে, শুধু একটি চুল
আঙুলে জড়িয়ে রাখি, তোমাকে ছুঁয়েছে যে আঙুল...

ছোঁও, আরও একটু ছোঁও, মুহূর্তে উজাড় হোক প্রাণ
প্রিয় পুরুষের কাছে চেয়ে নেব নিভৃত সন্তান

চুলে যার তোমারই মতন, মহাকাশ...

পরিচিতি

একবারও প্রেমে পড়ে প্রেমের কবিতা আমি লিখিনি কখনও
যা যা প্রেম—যা কবিতা—সমস্তই অসংলগ্ন স্মৃতি
যতক্ষণ প্রেমে পড়ে থাকি আমি—সেটাই কবিতা, আর
বাকিটুকু—প্রেম-বিষয়ক পরিচিতি।